অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। খালি খিদা লেগে যায় ।।

কর্মস্থলে যাওয়া আসার পথে অনেকের মত গাড়ীর রেডিওতে কান পাতা আমার নিত্যদিনের অভ্যাস। তো সেদিন সকালে এক খবর শুনে চমকে গেলাম। অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি বছর গড়ে দু'হাজার মানুষ আত্মহত্যা করে যাদের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে ষাটের মধ্যে। এই দু'হাজারের অধিকাংশই গ্রামীণ অস্ট্রেলিয়ান অর্থাৎ যাঁরা শহরের বাইরে প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করেন। আট মিলিয়ন স্কয়ার কিলোমিটার ভূখন্ডে বাইশ মিলিয়ন লোকের বাস আর সে বাইশ মিলিয়নের মধ্য থেকে প্রতি বছর গড়ে ২০০০ মানুষ আত্মহত্যা করছে। এদের মধ্যে তিন চতুর্থাংশ পুরুষ। গোটা ব্যাপারটাই বড় আতংকের- এবং দুঃখজনক। প্রশ্ন হলো কেন এত মানুষ যারা বিশ্বের উন্নত দেশের একটিতে, যে দেশটি কিনা সাতটি মহাদেশের একটি সেখানে নিজের প্রাণ নিজেই হরণ করছে?

জানা যায় এদের এই আত্মহননের মূল কারণ মানসিক যন্ত্রনা এবং হতাশা। এ যন্ত্রনা আর হতাশা আসে মূলত একাকীত্ব থেকে। যারা এদেশের গ্রামের চিত্র দেখেছেন বা গ্রামীণ জীবনযাত্রার সাথে পরিচিত তারা জানেন যে এখানে মানুষ সামাজিকভাবে কত একা। এক গ্রামবাসির নিকটতম প্রতিবেশী থাকেন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ৩০-৪০ কিলোমিটার দূরে। একে অপরের সাথে দেখা হয় মাসে এক-আধবার। যাদের নতুন পরিবার তাদের ছেলেমেয়েরা সঙ্গে আছে কিন্তু যাদের বয়স হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা বয়সের ভারে ন্যুব্জ। ছেলে মেয়ে কেউ কাছে থাকে না। সহায় সম্পত্তি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারে না। তার উপর যাও বা একটু ক্ষেতখামার করে চলতো বৈরী ঋতু বিশেষ করে খরা তাদের সে ক্ষেতখামার করে বেঁচে থাকার প্রয়াস থেকে বঞ্চিত করছে। প্রসঙ্গত আরেকটা কথা বলি। যারা নবীন কৃষক সীমিত জনসংখ্যার কারণে তারা গ্রামে তাদের জীবন সাথীও সব সময় খুঁজে পায় না। চ্যানেল নাইন-এ একটা অনুষ্ঠান হয় যার নাম 'The farmer wants a wife'. এ অনুষ্ঠানে গ্রামের কৃষককে বিয়ে করতে আগ্রহী এমন মেয়েদের এবং বিবাহ ইচ্ছুক কৃষকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে একে অপরের সাথে পরিচিত হয়ে কিছু সময় কাটিয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় কে কাকে পছন্দ করলো। কে কাকে বিয়ে করবে। এভাবে চ্যানেল নাইন সাহায্য করছে অস্ট্রেলিয়ার গ্রামীণ যুবক কৃষকদের হতাশা থেকে কিছুটা হলেও উদ্ধার করতে।

খরার কারণে কৃষক নিজের উৎপাদিত ফসল বা গবাদি পশু বিক্রিতে গুনগত মান হারাচ্ছে যার ফলে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রত্যাখিত হচ্ছে। জ্বালানী তেলের দাম বাড়তে বাড়তে এমন এক পর্যায়ে পোঁছেছে যেখানে চাষাবাদ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে (যেহেতু এদেশের চাষাবাদ শতভাগ যন্ত্র নির্ভর তাই জ্বালানী মূল্য সাসটেইন্যাবিলিটির জন্য এক বিরাট সূচক)। এদেশের কৃষিতে কোন ভূর্তুকী নেই তাই চাষাবাদে লাভক্ষতি সব কৃষকের নিজের। উদহারণ হিসেবে বলা যায় আমেরিকার কোন রিচার্ড বা জন যদি তার ফসল বা গবাদি পশু বিক্রি করতে না পারে তবে সরকার সেটা কিনে নিয়ে কৃষককে বাঁচায় কিন্তু এদেশের রিচার্ড বা জনের বৃদ্ধাঙ্গুল মুখে দেয়া ছাড়া আর গত্যান্তর থাকে না যেহেতু কৃষিখাতে সরকারের কোন ভূর্তুকী নেই।

ক্রমাগত খরা এদেশের গ্রামীন রূপরেখা এবং জীবনযাত্রা রাতারাতি পরিবর্তন করে দিচ্ছে। যার ফলে কেবল কৃষিকাজই ব্যাহত হচ্ছে না ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ব্যবসা বানিজ্যও। তাই মানুষ গ্রাম ত্যাগ করে হচ্ছে শহরমুখী। এই যে গ্রাম ছেড়ে শহরে অভিবাসন প্রক্রিয়া এটা কেবল অস্ট্রেলিয়াতেই নয় গোটা গ্লোব জুড়ে। একটা উদহারণ দেই। ২০০৫ সালে সারা পৃথিবীর লোক সংখ্যা ছিলো ৬.৫ বিলিয়ান বা সাড়ে ছয়শত কোটি যার মধ্যে ৩.১ বিলিয়ন মানুষের বাস শহরে এবং ৩.৪ বিলিয়ন মানুষ গ্রামে বাস করছিলেন। অনুমান করা হচ্ছে ২০৫০ সালে গোটা পৃথিবীর লোক সংখ্যা দাঁড়াবে ৯.১ বিলিয়ন (নয়শত কোটির উর্দ্ধে) যখন শহরে বাস করবে ৬.৩ বিলিয়ন মানুষ আর গ্রামে বাস করবে মাত্র ২.৮ বিলিয়ন। এই যে গ্রাম থেকে শহরে বিশাল অংকের অভিবাসন এটি আতংকের। গ্রামের মানুষ যারা শহুরেদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করছে তারা যদি সেখানে আর না থাকে তবে খাবার আসবে কোত্থেকে? অথচ

গ্রামের মানুষ গ্রামে থাকতে চেয়েও থাকতে পারছে না। যারা থাকতে পারছে না তারা শহরাভিমুখী নয়তো হতাশাগ্রস্থ হয়ে আত্মহনন করছে এবং আগামীতে এই আত্মহননের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবার আশংকা রয়েছে।

সেদিন এই আত্মহননের খবরটি যখন শুনছিলাম তখন মাথায় এলো অতি সম্প্রতি The Economist Intelligence Unit's Global Liveability Index থেকে প্রাপ্ত বিশ্বের বসবাসযোগ্য ১৪০টি সিটির তালিকা। যার শীর্ষে মেলবোর্ণ (চতুর্থবারের মত)। এ তালিকার প্রথম দশটি শহরের চারটি শহরই হলো অস্ট্রেলিয়ার যথাক্রমে মেলবোর্ণ, এ্যাডেলেইড, সিডনি এবং পার্থ। তাই ভাবছিলাম যে দেশের চারটি শহরই বিশ্বের প্রথম দশটি বসবাসযোগ্য শহরের একটি সে দেশে বছরে গড়ে ২০০০ মানুষ বসবাসে অনীহা থেকে আত্মহত্যা করছে।

পরক্ষণে আমার বাংলাদেশের কথাও মনে হলো। বসবাসযোগ্য শহরের তালিকায় ১৩৯ নাম্বার শহরের নাম ঢাকা এবং ১৪০ নাম্বার শহর হলো সিরিয়া। মনটা একটু খারাপ হলো বৈকি। পরক্ষণে মনে হলো আমাদের বৃহত্তর ঢাকা শহরে গোটা অস্ট্রেলিয়ার অর্ধেকের বেশী মানুষ বাস করছে। সেখানে এতো ঘনবসতি তার উপর যানজট, পানি দূষণ, মশা মাছির উপদ্রপ, নিয়মিত বিজলি গ্যাসের সংকট, বাসে ট্রেনে লঞ্চে নিয়মিত দূর্ঘটনা হলেতো আমরা পিছিয়ে পড়তেই পারি। বিশ্বের কোথাও এত ছোট শহরে এতা বেশী মানুষের বসবাসের নজির নেই। তারপরও মানুষ সেখানে টিকে আছে। সেখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান আশাব্যঞ্জকহারে এগিয়ে যাচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো ঐযে ১৪০টি শহরের কথা উল্ল্যেখ করেছিলাম তার প্রথম দশটিতে কিন্তু আমেরিকার কোন শহরের নাম নেই বরং ঐ দশের তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার পরে প্রথম তিনটি শহর হলো কানাডার। "নিশ্চয়ই এখন বলতে পারি 'চকচক করিলেই সোনা হয় না"।

আমাদের ঢাকা বসবাসের অযোগ্য হতে পারে কিন্ত আমাদের দেশের গ্রাম এখন যেভাবে অগ্রসরমান তাতে করে কোন একদিন যদি বিশ্বের বসবাসযোগ্য গ্রামের তালিকা করা হয় তবে হলপ করে বলতে পারি তার প্রথম দশে বাংলাদেশের কোন এক গ্রামের নাম থাকবে। বাংলাদেশে শহরের চাইতে এখন গ্রামেই বেশী সুখ বেশী শান্তি। ডিজিটাল কার্যক্রমে এখন গ্রামে গ্রামে ইন্টারনেট সেবা, আর সে সেবা পেতে ঘরে কম্পিউটার থাকার প্রয়োজন নেই। এখন দিনে মাত্র একটাকায় ফোনে ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে গ্রামীণফোন। সেদিন পত্রিকায় একটা ফিচার পড়ছিলাম যেখানে লাঙ্গলের ছবি দিয়ে ক্যাপশানে লেখা ছিলো- 'বিলুপ্তির পথে আমাদের একদা'র ঐতিহ্য"। গ্রামে এখন আর লাঙ্গলের ব্যবহার তেমনটি নেই। সর্বত্রই পাওয়ার টিলার। ঘরে বাইরে আন্তর্জাতিক মূদ্রার লেনদেন সব ডিজিটাল আওতায় - মুঠোফোনে। সে দেশে আত্মহনেনের ঘটনা ঘটে না তা বলবো না তবে নিশ্চয়ই তা বছরে ২০০০ নয়। সেখানে গ্রামের মানুষ তূলনামূলকভাবে অনেক সুখী - অনেক স্বচ্ছল।

অস্ট্রেলিয়ার মানুষ অনেক সচেতন তাই সেদিন এই আত্মহননের বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সংসদে তুমুল তর্ক চলেছে। সরকার এ দূর্ঘটনারোধে ইতোমধ্যে ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছে এবং আরো সেবামূলক প্রকল্প প্রনয়ণ করছে। আমাদের ঢাকাকেও বসবাসের জন্য আরো উন্নত করার চেষ্টা করছে সরকার যদিও সে চেষ্টা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে রাজনীতি ভিত্তিক - ফলে সুফল পুরোপুরি বা সহসা পাওয়া যায় না। যেমন কোন প্রকল্পের জন্য টেন্ডার সব দলীয় ক্যাডাররা পায় যার জন্য কাজ হয় নামমাত্র। ওদিকে দলীয় ক্যাডার বলেই ওঁনারা আবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে (সোনার ছেলে বলে কথা)। আমরা মানুষগুলোও কী সচেতন? আমরা নদী ভরাট করে দালান উঠাচ্ছি, বর্জ আবর্জনা সব নদীতে ঢালছি, অনুমোদনবিহীন রিক্সা, টেম্পো, বাস কার ট্রাক চালাচ্ছি ইচ্ছামত তাই যখন যাকে খুশী চাপা দিয়ে মেরে ফেলছি। খুঁটির জোর শক্ত তাই আমিও ধরা ছোঁয়ার বাইরে, যত কাজে যত রকমভাবে অনিয়ম করা যায় সেটাই আমার নিয়ম। কী করে তবে আমার ঢাকাকে বসবাসের উপযোগী হিসেবে শীর্ষে তোলা যাবে? কাজ করতে হলে কাজ করতে হবে দৃঢ়চিত্তে - টিফিন ক্যারিয়ারের কথা মনে রাখলে কাজ হবে না।

পাঠক ভাবছেন এটা আবার কী অপ্রাসঙ্গিক কথা বললাম। আত্মহননের কথা বলতে বলতে একটা গল্পের কথা মনে হলো। একজন মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন তিনি আত্মহত্যা করবেন। তাই হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে ঘর থেকে বেরুলেন। পথে পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ একজন শুধালেন- কী ব্যাপার টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে .. দূরে

কোথাও যাচ্ছেন নাকি? তিনি উত্তরে বললেন না ভাই এ জীবন আর ভাল লাগে না তাই ঠিক করেছি ট্রেনের নিচে মাথা দিয়ে দেবো। বেশ তা'হলে টিফিন ক্যারিয়ার কেন? তিনি বললেন - ভাই কী আর বলবো আজকালকার ট্রেনের যা অবস্থা প্রায়ই লেট করে। তাই বুদ্ধি করে কিছু খাবার নিয়ে নিলাম ট্রেনের দেরীর কারণে যদি খিদা লেগে যায়!

ওদের খালি খিদা লেগে যায়!